

In the Supreme Court of India
ভারতের সর্বোচ্চ আদালত

CIVIL APPELLATE JURISDICTION
দেওয়ানি আপীল এলাকা

CIVIL APPEAL NO. 1248 OF 2019

সিভিল আপীল ১২৪৮ অফ ২০১৯

(@ out of SLP (C) (Dy.) No 36359 /2017)
(এস.এল.পি সি (ডি. ওয়াই) নং ৩৬৩৫৯/২০১৭ হতে আগত)

Kalpana Banik & OrsAppellant (s)
কল্পনা বণিক এবং অন্যান্য আপীলকারী(রা)

VERSUS
(বনাম)

Swapan Kumar Paul & OrsRespondent(s)
স্বপন কুমার পাল এবং অন্যান্য বিবাদী(রা)

আদেশ

দেবী মুকুব করার আবেদন মঞ্জুর হলো।

আপীল দায়ের করার অনুমতি চেয়ে যে দরখাস্ত (লিড পিটিশন) করা হয়েছে তা মঞ্জুর করা হলো।

মামলাটি পুনরুদ্ধারের জন্য আবেদন দায়ের করার ক্ষেত্রে, ৩৩৪ দিনের দেবী মুকুব করার আবেদন হাইকোর্ট নাকচ করে দিয়েছে। আমাদের বিবেচনায়, আপীলকারীদের আরেকটি সুযোগ দিয়ে মামলাটি তার গুনাগুনের ভিত্তিতে শোনা উচিত। তবে আপীলকারীদের ক্রটি শুধুমাত্র শর্ত সাপেক্ষেই মঞ্জুর করা যেতে পারে। দু পক্ষেরই বিজ্ঞ আইনজীবীদের শোনার পরে, আমাদের মতে, আপীলকারীদের আজ থেকে দুসপ্তাহের মধ্যে ত্রিপুরা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারের কাছে ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা জমা দেয়ার আদেশ করলে এক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সফল হবে।

জমা দেবার পর এই টাকা মামলার অপর পক্ষকে দিয়ে দেয়া হবে। টাকা হস্তান্তরের আগে তাদের পরিচিতির প্রমাণ রাখতে হবে এবং টাকা জমা হলেই আর.এস.এ. নং ৬ অফ ২০০৬ মামলাটিকে আবার শুনানির জন্য গ্রহণ করা হবে। ত্রিপুরা হাই কোর্টের কাছে আমাদের অনুরোধ তারা যেন আর.এস.এ. নং ৬ অফ ২০০৬ মামলাটি যতটা সম্ভব দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করেন। তবে এই রায়ের প্রতিলিপি পাওয়ার তিন মাসের মধ্যে মামলাটি নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করতে হবে।

এটা পরিষ্কার করে দেয়া হচ্ছে যে আপীলকারীরা যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত টাকা আদালতে জমা না করেন তবে এই আদেশের সুফল তারা পাবেন না এবং ত্রিপুরা হাই কোর্টের ২৩-১১-২০১৬ তারিখের আদেশই বহাল থাকবে। এই ভাবেই আপীল মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

এই মামলার আর যদি কোন দরখাস্ত এই আদালতে বিবেচনাধীন থাকে সেগুলোও নিষ্পত্তি হয়ে গেছে বলে গণ্য হবে।

নিউ দিল্লী
জানুয়ারী ২৮, ২০১৯

.....J জে
[Uday Umesh Lalit]
উদয় উমেশ ললিত
.....J জে
[Indu Malhotra]
ইন্দু মালহোত্রা

দায়বর্জন (DISCLAIMER)

শুধুমাত্র মামলার দুইপক্ষের বোঝার সুবিধার্থেই তাদের নিজস্ব ভাষায় এই রায়টির অনুবাদ করা হলো। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বাংলায় অনূদিত এই রায়কে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক ও সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালতের ইংরেজি রায়টিকে যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকেই অনুসরণ করতে হবে।

সংখ্যা নং ৪৮,

৯ নং আদালত,
ভারতের সর্বোচ্চ আদালত
রেকর্ড অফ প্রসিডিংস

বিভাগ ১৪

স্পেসাল লিড পিটিশন (সিভিল) ডায়েরি নং ৩৬৩৫৯/২০১৭

(গুয়াহাটি হাইকোর্ট, আগরতলায় গ্রহণ করা আর.এস.এ. নং ৬ অফ ২০০৬ এর যে রায়ের বিরুদ্ধে এই আদালতে আপীল করা হয়েছে তার চূড়ান্ত রায় এবং আদেশ, তারিখ: ২৩/১১/২০১৬ হতে আগত)

কল্পনা বণিক এবং অন্যান্য আপীলকারী(রা)
বনাম

স্বপন কুমার পাল এবং অন্যান্য বিবাদী(রা)

(দাখিল এবং পুনর্দাখিলের দেবী মুকুব করার আবেদন।)

তারিখ: ২৮/১/২০১৯ আজকের শুনানির জন্য এই বিষয়গুলি পেশ করা হয়েছিল।

কোরাম :

মাননীয় বিচারপতি শ্রী উদয় উমেশ ললিত

মাননীয় বিচারপতি শ্রীমতি ইন্দু মালহোত্রা

আপীলকারীগণের পক্ষে: শ্রী রঞ্জন মুখার্জী, এ.ও.আর.

শ্রী এস. ভৌমিক, এডভোকেট

বিবাদীগণের পক্ষে: শ্রী ময়ংক পাণ্ডে এ.ও.আর.

বিজ্ঞ আইনজীবীদের শুনানির পর আদালত নিম্নোক্ত আদেশ জারি করেছিল।

দেবী মুকুব করার আবেদন মঞ্জুর হলো।

আপীল দায়ের করার অনুমতি চেয়ে যে দরখাস্ত (লিড পিটিশন) করা হয়েছে তা মঞ্জুর করা হলো।

স্বাক্ষর করা আদেশমূলে আপীল মামলাটির নিষ্পত্তি করা হলো।

এই মামলায় আর যদি কোন দরখাস্ত এই আদালতে বিবেচনাধীন থাকে সেগুলোও নিষ্পত্তি হয়ে গেছে বলে গণ্য হবে।

(ইন্দু মারবাহ)
কোর্ট মাস্টার

(সুমন জৈন)
ব্রাঞ্চ অফিসার

(স্বাক্ষর করা আদেশ ফাইলে রাখা হলো।)

দায়বর্জন (DISCLAIMER)

শুধুমাত্র মামলার দুইপক্ষের বোঝার সুবিধার্থেই তাদের নিজস্ব ভাষায় এই রায়টির অনুবাদ করা হলো। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বাংলায় অনূদিত এই রায়কে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক ও সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালতের ইংরেজি রায়টিকে যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকেই অনুসরণ করতে হবে।